বাণী

বিনিয়োগ বোর্ড শিল্পায়নে দেশী ও বিদেশী সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের বৃহত্তর সেবার লক্ষ্যে 'বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিল্প বিকাশের অনুকূল সুযোগ সৃষ্টির ফলে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে বলে আশা করি।

সরকার শিল্প বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করার ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন। নিরাপদ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এবং শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের সহায়ক ব্যবস্থা বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বার্থে সরকার বেসরকারী খাতের বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আশা করি বেসরকারী উদ্যোক্তারা এই সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে ব্যাপক অবদানরাখবেন।

এই অঞ্চলে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত আশাবাদী। উদ্যোক্তাদের আস্থা ও প্রত্যয় অর্জনে এবং শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সপ্তাহ সার্বিকভাবে সফল হোক এই কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

দেশে আজ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। গড়ে তোলা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবকাঠামো। দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে অনুসৃত হচ্ছে উদার ও উৎপাদনমুখী শিল্পনীতি। ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে 'বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ' পালন নিঃসন্দেহে একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। আমি এর উদ্যোক্তা বিনিয়োগ বোর্ডকে অভিনন্দন জানাই।

বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ বোর্ড আরও ফলপ্রসূ ও অর্থবহ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি এ সপ্তাহের সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মাঝে নতুন শিল্পনীতির আলোকে শিল্পখাতে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান, সেবা সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত প্রকল্প বিবরণী বিতরণ এবং সর্বোপরি ঘোষিত উদার শিল্পনীতির ব্যাখ্যা প্রদানের উপলক্ষে "শিল্প বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ '৯২"-এর আয়োজনে আমি আনন্দিত।

যে কোন নীতির সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত সাফল্য নির্ভর করে সে নীতির পরিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা এবং নীতি বাস্তবায়নকারীদের অনুধাবন ও সঠিক দৃষ্টিভংগির উপর। এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন যথোচিত উদ্বুদ্ধকরণ প্রচেষ্টা। আমার বিশ্বাস 'শিল্প বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ '৯২' এক্ষেত্রে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গতিশীল ও বাস্তবমুখী যে সব নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে নতুন শিল্পনীতি তন্মধ্যে অন্যতম। শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে এ নীতিতে বিধৃত সুযোগ-সুবিধাগুলোকে পরিষ্কার করে তুলে ধরা অপরিহার্য। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রকৃত অর্থনৈতিক সাফল্যের হার যে আকর্ষণীয় ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক সে সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশের স্থানীয় কাঁচামাল এবং সম্ভাবনাময় প্রতুল শ্রমশক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে লাভজনক খাতগুলো চিহ্নিত করে উদ্যোক্তাগণকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস থাকতে হবে।

আমি আশা করি শিলপ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত "শিল্প বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ '৯২" ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য অর্জন করবে।

এম, সাইফুর রহমান
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN BANGLADESH

S. M. AKRAM
Executive Chairman
Board of Investment

Bangladesh economy is mainly agrarian. Contribution of industry to GDP is only about 10-12%. This sector accounts for 14% of total employment and 75% of country's export earnings. Principal crops are riee, jute, sugarcane, potatoes, wheat, tea, pulse spices etc. Principal industries are jute, textile, fertilizer, paper, newsprints, tea, cement, leather, engineering, readymade garments etc.

Keeping in view the fact that without industrialisation the lot the people in general can not be improved government has, from time to time, made various policy declarations and reforms. The policy environment within which industrial development has been attempted has undergone radical changes during the last two decades since independence of the country. The ceiling on private investment was completely eliminated in 1978. In 1980 Bangladesh Government passed a law to promote and protect Foreign Private Investment. Simultaneously the process of disinvestment of nationalised industries to private entrepreneurs was also started. The stock market has been re-activated. Bangladesh now offers opportunities for new Foreign Private investment in the industrial sector.

The recently announces Industrial Policy '91 is an important step forward towards total liberalisation and is based on the principle of 'market economy' which provides all the freedome to the investors in choosing the field of investment and size of investment. The role of public sector has been restricted only to the following seven 'Reserve Sectors':-

i) arms ammunition and sensitive defence equipment:-
ii) atomic energy;
iii) security printing (currency notes) and minting;
iv) afforestation & Mechanical extraction in Reserve forests;
v) air transport and railways;
yi) electricity generation (except private generation). transmission and distribution;
vii) telecommunication.

The current Industrial Policy has gone through major reforms and is now totally liberalised and de-controlled and fully commited for private sector industrialisation. Government will be playing a supportive and catalystic role for the promotion of and assistance to industry. The Bord of Investment created in Jauary '1989 with the objective to provide a package service to entrepreneurs under one roof hitherto remained somewhat ineffective is under active consideration of the Government for nesessary restructurting and re-envigorating, so as to transform it (the BOI) into an efficient and effective organisation for promoting and assisting industrialisation in keeping with its mandate. Alongwith reform in Industrial Policy Government has also carried out major reform in trade policy by liberalising import and rationalising taxation policy to create a congenial atmospher for investment.

Salient features of the Industrial policy, 1991 are as under:-

- Local & foreign Private Sector investment initiatives has been

chosen as the prime vehicle of industrialisation, industrial growth and development. Role of public sector has been substantially restricted.

-Greather emphasis has been laid for export oriented, export linkage and efficient import- substitute industries.

-Foreign investment with 100% foreign equity is alowed. There shall be no discnmination between local and foreign owned enterprises.

-No prior approval will be required for industrial investment with own resources of fiance for industries other than in the reserved list.

-Suppliers credit, PAYE Scheme, non-repatriable foreign exchange loan (subject to approval of the terms & conditions of such financing by appropriate authorities) as well as financing by private banks shall be considered as own financing.

INVESTMENT GUARANTEE

Foreign Private Investment (Promotion & Protection) Act. 1980 ensures legal protection to foreign investment in Bangladesh against expropriation and nationalisation guaranteeing equal treatment and repatriation of capital and devidends. Bilateral investment protection agreements have been signed with several countries. Bangladesh is also a member of Overseas Private Investment Corporation (OPIC) of the United States of America, Multilateral Investment Guarantee Association (MIGA) of World Bank and International Centre for Settlement of Industrial Dispute (ICSID).

REPATRIATION FACILITIES.

-Repatriation of capital investment including capital gains.

-Remittance of all post-tax dividend on foreign capital/equite.

-Remittance of Royalty and technical fees.

-Re-investment of repatriable dividend is treated as new foreign investment.

-Remittance of a portion of salary of expatriate workers.

OTHER INCENTIVES ALLOWED

-Tariff protection for 4 Years to the deserving industries.

-Suppliers Credite under approved terms.

-Availability of long term financing from local industrial financing institutions and banks.

-Industrial undertaking with foreign investments haveing a capital investment of upto US$ 1.65 mil-need not issue public shares such industries with higher capital investment also need not go public intially.

-Exchange fluctuation absorption schems. (EFAS) shall be avalble to protect industries from the adverse effect of erosion of local currency value.

-Industrial Area with developed infrastructureal facilities will be developed.

ADDITIONAL INCENTIVE TO EXPORT-LED INDUSTRIES

-Loan upto 90% of the value of confirmed letter of credit are allowed by commercial banks.

-Lower interest rate are charged on pre-shipment and packing credit.

-Tax exemption upto 100% is allowed to an export oriented industries exporting 100% of its product.

-Export Credit Guarantee is available.

-Export linkage industries, industries supplying raw materials and intermediate products for further processing by export oriented industries for export enjoys the same benefit as export-led industries.

-Bonded ware house facilities are avilable.

-Importing of duty free samples are permitted.

MANPOWER SITUATION

Abundant avilability of skilled and semi-skilled cheap labour permit industrial production at comperatively low cost. Bangladesh offers a substantial manpower resrve of skilled, semi-skilled and educated personnel.

CONCLUSION

The strategy underlying these bold policy decisions and major reforms is to create conditions conducive for the spedy growth on industries. It is the genuine hope and wish of the Government that the industrialists and investors will take opportunity of the policy reforms and invest in large volumes in the industrial project in Bangladesh to improve the economy to the country and lot of the people in general.

বাণী

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান এখনও কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে উপনীত হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২০ বছরে শিল্পায়নের ঈপ্সিত সাফল্য আসেনি। যদিও কতিপয় খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষণীয়, তথাপি সম্ভাবনার দিক বিবেচনা করলে তার খুব সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র রূপায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাপক শিল্পায়নের সমস্যা কিছু থাকলেও এর উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকটিই বর্তমানে প্রবলভাবে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক উত্তরণ এ সম্ভাবনাকে আরো জোরদার করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির কারণে এশিয়ার এই ভূখন্ডে বিভিন্ন খাতে শিল্প-সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি তৈরী হয়েছে।

বর্তমান সরকার শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিরাজমান শিল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে এটা যেমন সমস্ত দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা, তেমনি তা বাস্তবায়নের পথ রচনা করাও সমগ্র সচেতন জনগণেরই দায়িত্ব।

সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেশে বিনিয়োগের সুযোগ গড়ে তুলতে পারলেই কেবল দেশের শিল্পায়ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। এ জন্যে সরকার বেসরকারী খাতকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদানকরছেন।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বেসরকারী খাতে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'শিল্প বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে শিল্পোদ্যোক্তাগণ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা লাভে সক্ষম হবেন বলেই আমি মনে করি।

শামসুল ইসলাম খান
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

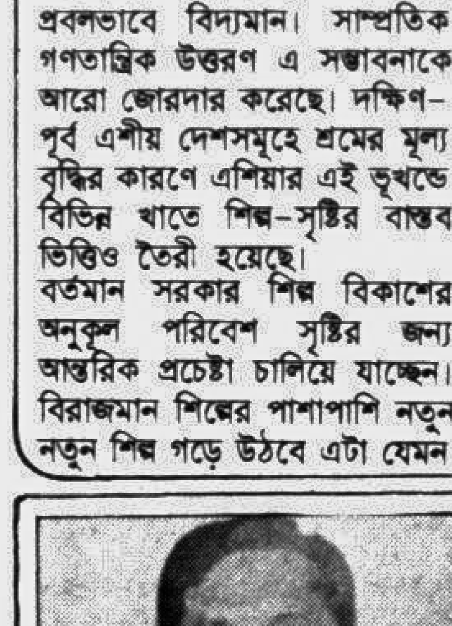

বাণী

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিনির্ভর দেশ। শিল্প ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা রয়েছে। আমদানীর বিকল্প ও রপ্তানীমুখী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসারও ঘটেছে। দেশীয় পণ্যের মানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তথাপি একথা সত্য, শিল্প বিকাশের সকল সম্ভাবনা ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ সম্পূর্ণরূপে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। বেসরকারী খাতকে প্রাধান্য দিয়ে উপযুক্ত কৃৎকৌশল বিকাশের এবং তার ফলশ্রুতিতে বেগবান অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদার বিনিয়োগনীতি এবং শিল্পে শৃংখলা সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে দেশে গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ফলে আশা করা যায়, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহ বোধ করবেন।

শিল্প উন্নয়ন একটি অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, আধুনিক কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনাসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দক্ষ শ্রমশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও সমগ্র জাতির অধ্যবসায় ইত্যাদির মধ্য দিয়েই একটি শিল্প নির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। এই সামগ্রিক কর্মউদ্যোগ শুধুমাত্র সরকারের নয়, সর্বস্তরের জনগণেরও বটে। বিশেষ করে নতুন ও পুরাতন শিল্পোদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে একটি চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করতেপারেন।

উপরোক্ত লক্ষ্য থেকেই শিল্প বিনিয়োগ পরামর্শ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই মহতী উদ্যোগ সফল হোক এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ ও জনগণের কল্যাণ হোক আমি এই কামনা করছি।

ডঃ একরাম হোসেন
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়।

A Unique Opportunity for Bangladesh Belgium Joint Venture

S. M. Sekander Hossain
Dy. Director General,
Board of Investment.

It is a good news for those who are interested in seeting up newindustrial units under joint venture with Belgian Partners. Belgium Government under the general agreements of Technical Co-operation have recently signed a bilateral agreement, according to Which they have offered a cash grant of 20 million Belgium Francs (Taka 21.4 million approx.) for promotion of private joint venture investment in industries between Bangladesh and Belgium. This replenishable fund will be used to finance the following activities in a period of 2(two) years:-

(1) Preparation of communication/promotion materials exclusively for encouraging Bangladesh-Belgium investments.
(2) Preinvestment studies for the desired field of investment (75% of the cost for it will be met out of this fund the remaining 25% shall have to be paid by the entrepreneur).
(3) Training of Bangladeshi staff in Belgian joint venture partners establishment.
(4) Direct support to Belgian joint venture investments in Bangladesh during the initial stage of operation.

The assistance in the form of direct support is meant to alleviate the initial burden of the operation of new direct Belgian investment in Bangladesh or newly established joint-ventures. The Fund can be used to reduce the cost of Belgian expatriate staff employed in the joint venture activity in Bangladesh in the framework of the starting up and operation of the newly established Belgian company or Belgian Bangladesh joint venture, and Belgian expert staff assigned to on-the-job training in Bangladesh for short-term periods.

Board of Investment (BOI) on behalf of the Government of Bangladesh and Belgian Administration for Development Co-operation (BADC) on behalf of the Kingdom of Belgian will supervise the utilisation of the grant towards implementation of the joint venture proposals of the two countrise.

Necessary preparatory steps to utilise the fund are under process by both Government. Meanwhile potential investors may submit their application to the BOI indicating their interest along with the following information:-

i) lterested area of Investment (items of manufacture).
ii) Exttent of equity offered (both in cash and in kind for the Joint Venture project).
iii) Background of the promoter:
(a) Education
(b) Practical experience, if any, of running Industrial enterprises and their total investment.
iv) articulars of the Belgian joint venture, if any.

For further information please contract:-

Planning & Monitoring Division,
Board of Investment,
Shilpa Bhaban (4th floor),
91, Motijheel Commercial Area,
Dhaka.

Tel : 231934, 241718.